যুগান্তর

তারিখ 21 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... ৫ ... ৬ ......

আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ

পাঠ্যবই প্রকাশের দায়িত্ব নিক এনসিটিবি

শিক্ষা

প্রতি বছরই ডিসেম্বরের শেষ দিকে পাঠ্যবই নিয়ে সমস্যা দেখা দেয় এবং সমস্যা দূরীকরণে দু-তিন মাস চলে যায়। প্রতি বছর নির্দিষ্ট সমস্যা দেখা দেয়ার পর পরবর্তী বছরে যাতে নতুন করে এই সমস্যা দেখা না দেয়, তার প্রতিবিধান স্বাভাবিকভাবে প্রার্থিত হলেও তা নিশ্চিতভাবে দেখা যায় না।

বাংলাদেশের স্কুলে ডিসেম্বরের মধ্যেই বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হয়ে যায় এবং উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের হাতে ফলাফলপত্রের সঙ্গে পরবর্তী শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থের তালিকা দিয়ে দেয়া হয়। অধিকাংশ শিক্ষার্থীর চেষ্টা থাকে, বছর শেষে নতুন বই কিনে বা পুরনো বই সংগ্রহ করে কিছুটা পড়ে ফেলা। যেসব শিক্ষার্থী নতুন বই কিনতে পারে না, তারা পরিচিতদের অথবা ভাইবোনদের কাছ থেকে পুরনো বই সংগ্রহ করে। তবে অধিকাংশ শিক্ষার্থীই চায় হাতে নতুন বই নিতে। এ কারণে ডিসেম্বরের শেষ থেকে জানুয়ারির প্রথম দিকে বইয়ের দোকানে ভিড় লেগে থাকে। সাধারণভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই নতুন বই, খাতা ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে নতুন শ্রেণীর ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে। এক সময় ছিল যখন বই-খাতার সঙ্গে বাটার জুতোর দোকান থেকে 'নটি বয়' জুতো কিনে ছাত্ররা নতুন ক্লাসে পদার্পণ করত। জুতোর নাম নটি বয় হলেও এই জুতো ছিল মজবুত এবং সহজে নষ্ট হতো না বলে সবার আকর্ষণ ছিল এই জুতো কেনার দিকে।

বাংলাদেশ সময়ে ও প্রাক-বাংলাদেশ আমলে স্কুলে পাঠ্যবই নির্বাচন ও প্রকাশনার ব্যবস্থা ছিল স্বতন্ত্র। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে সরকারিভাবে নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা, ইংরেজি সংকলন ও ইংরেজি-বাংলা দ্রুতপঠন প্রকাশিত এবং বিক্রীত হতো। বাংলা ও ইংরেজি সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ ও কবিতা ছিল সুনির্বাচিত এবং গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বৈশিষ্ট্য নির্দেশের পর কয়েকটি প্রবন্ধ থাকত। কবিতা অংশের ক্ষেত্রেও একই আদর্শ অনুসরণ করা হতো। শিক্ষার্থীরা শুধু প্রবন্ধ ও কবিতা পড়া নয়, প্রবন্ধ ও কবিতা লিখিত যুগের বৈশিষ্ট্যও জানতে পারত, যা তাদের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক ভূমিকা পালন করত। ১৯৫০ দশক ও তার পরবর্তী সময়ে নবম ও দশম শ্রেণীর দ্রুতপঠন ছিল 'গল্পবীথি' ও 'Stories from Shakespeare'. গল্পবীথি সংকলনে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প লেখকদের গল্প নির্বাচন করা ছিল শিক্ষার্থীদের মানসিক উৎকর্ষ ও গল্পরস মেটানোর জন্য। 'Stories from Shakespeare' সংকলনে শেক্সপিয়রের উল্লেখযোগ্য নাটকগুলো সাবলীল ভাষায় গদ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করা হতো। এই প্রক্রিয়ায় বাংলা ও ইংরেজি গদ্য-পদ্য সংকলন ও দ্রুতপঠনের মাধ্যমে বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের কৃতীমান সাহিত্যিকদের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হওয়া ও জ্ঞানলাভের সুযোগ পেত।

পাকিস্তান আমলে ডিসেম্বরের শেষেই স্কুলের শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনীয় বই কিনে পড়ার টেবিলে সাজিয়ে রাখত। নবম ও দশম শ্রেণীর অন্যান্য বই প্রকাশ করত বিভিন্ন প্রকাশন সংস্থা এবং এক বা একাধিক স্কুল প্রকাশিত গ্রন্থের মান যাচাই করে শিক্ষার্থীদের জন্য নির্বাচন করত। এ ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার কারণে প্রকাশকরা মানসম্পন্ন বই প্রকাশ করার চেষ্টা করতেন। তবে গণিত, জ্যামিতি, বীজগণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে কয়েকজন পরিচিত লেখক ছিলেন এবং তাদের বই গুণসম্পন্ন বলে অধিকাংশ স্কুল এই লেখকদের বই নির্বাচন করত। ইতিহাস, ভূগোল ও স্বাস্থ্যবিষয়ক একাধিক লেখকের বই নির্বাচনে প্রতিযোগিতা দেখা যেত। এক্ষেত্রে বর্তমানের মতো তখনও প্রকাশকরা বিভিন্ন স্কুলে নিজেদের প্রকাশিত বই নির্বাচনের জন্য চেষ্টা করতেন।

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর স্কুলে পাঠ্যবই রচনা, মুদ্রণ ও সরবরাহের দায়িত্ব পড়ে এনসিটিবি অর্থাৎ ন্যাশনাল কারিকুলাম ও টেক্সট বুক বোর্ডের ওপর। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সব বিষয়ের গ্রন্থ এরা প্রথমে বিভিন্ন লেখককে দিয়ে লিখিয়ে প্রথমে নিজেরাই প্রকাশ করে বিক্রি করতেন প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতাদের মাধ্যমে। পরবর্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পর তারা গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করে বিভিন্ন প্রকাশকের ওপর মুদ্রণ ও বিপণনের দায়িত্বভার আরোপ করে। জাতীয় শিক্ষাক্রম বোর্ড গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি অবলম্বন করে। দ্রুতপঠনের ক্ষেত্রে তারা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি আহ্বান করে নিজেদের পক্ষ থেকে মাধ্যমিক শ্রেণীর দ্রুতপঠন প্রস্তুত করে মুদ্রণের ব্যবস্থা করে। অনেক ক্ষেত্রে তারা একটি পাণ্ডুলিপির পরিবর্তে দুই-তিনটি পাণ্ডুলিপি থেকে গল্প নির্বাচন করে একটি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে। অন্য ক্ষেত্রে, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে যেসব পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায়, সেখান থেকে দুটি বা তিনটি পাণ্ডুলিপি নির্বাচন করে প্রকাশের অনুমতি দেয়ার পর প্রকাশকরা উচ্চমূল্যে লেখকদের কাছ থেকে পাণ্ডুলিপি কিনে নিয়ে প্রকাশ করেন। এসব ক্ষেত্রে লেখকদের পক্ষ থেকেও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে অপরিচিত লেখক ও অদক্ষ সম্পাদনাযুক্ত পাণ্ডুলিপি বোর্ডের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে। আবার নদীবিষয়ক দুটি পাণ্ডুলিপি গৃহীত হওয়ায় বিষয়-বৈচিত্র্যের ওপর প্রাধান্য দেয়া হয়নি। পাণ্ডুলিপি নির্বাচনে বোর্ডের অফিসারদের পক্ষপাতমূলক আচরণ সম্পর্কেও প্রশ্ন ওঠেনি, তা নয়। এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বোর্ডের নির্বাচকের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বা নিজেদের ছদ্মনামে দ্রুতপঠনও গৃহীত হওয়ার অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে।

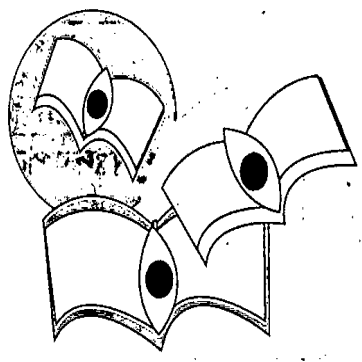

দ্রুতপঠন ছাড়া প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রন্থের লেখক নির্বাচন করে বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের জন্য পাঠিয়ে দেয়। অনেক সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে পরিচিত লেখকরা অন্যদের বাদ দিয়ে নিজেরাই একাধিক পাঠ্য গ্রন্থের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। এই দিক লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, নিজেদের যোগ্যতার পরিবর্তে নেপথ্যে ক্রিয়াশীলতাই যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হতো। এছাড়া, দলীয় দিক থেকেও অনেকে সম্পাদনার দায়িত্ব পেয়ে থাকতেন। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সব ক্ষেত্রেই যোগ্য ব্যক্তিরা বর্জিত হতেন।

বোর্ডের পাঠ্যগ্রন্থের গুণগত মানের ক্ষেত্রেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে সাহিত্য বিষয়ক বাংলা ও ইংরেজি গ্রন্থের উল্লেখ করা যায়। পনের থেকে কুড়ি বছর বা তারও আগে থেকে বাংলা সাহিত্য পাঠ্যগ্রন্থে (নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) সাহিত্য রসের ওপর গুরুত্বারোপ করা হতো এবং অনুশীলনী পর্যায়ে ব্যাকরণ কণ্টকিত দিক সাধারণভাবে বর্জন করা হতো। সাম্প্রতিককালের পাঠ্যগ্রন্থ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বাংলা সাহিত্য পাঠ্যগ্রন্থের শেষে ব্যাকরণগত বিষয়ের ওপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করায় সাহিত্য রসের গুরুত্ব অনেক হ্রাস করা হয়েছে। যেখানে ভাষার জন্য স্বতন্ত্র ব্যাকরণ আছে, সেখানে সাহিত্য বিষয়ক পাঠ্যগ্রন্থ ব্যাকরণ বিষয়ে কণ্টকিত করার কোন কারণ নেই।

বাংলার মতো ইংরেজি সাহিত্য পাঠ্যগ্রন্থও আগের মতো আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছে। এর পাশাপাশি শিক্ষাস্তর অনুযায়ী বিষয়ও গৃহীত হয়নি। অনেক আগে ইন্টারমিডিয়েট পর্যায়ে ইংরেজি রেটোরিক ও প্রসোডিও পড়ানো হতো। সেকালের শিক্ষার্থীরা বোস ও স্ট্যালিংয়ের বই অথবা প্যাটার্ন অব পোয়েট্রির মতো পাঠ্যগ্রন্থের নাম এখনও ভোলেননি। এ যুগে ইংরেজি রেটোরিক ও প্রসোডি ইন্টারমিডিয়েট শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন না থাকলেও প্রোজ ও পোয়েট্রি নির্বাচনে সচেতন মানসিকতার প্রতিফলন প্রয়োজনীয়।

পাঠ্যগ্রন্থ বোর্ড বিগত কয়েক বছর ধরেই নির্দিষ্ট সময়ে শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠ্যগ্রন্থ তুলে দিতে সক্ষম হচ্ছে না। এ বিষয়ে পত্রপত্রিকা, হৈচৈ করা অথবা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বা সরকারি কর্তৃপক্ষ মাঠে নামলেও ঈপ্সিত ফলাফল পাওয়া যায়নি। অভিভাবক-ছাত্রছাত্রীর পক্ষ থেকে যে অভিযোগ তা হল নতুন বছরে ক্লাস শুরুর আগে বা সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ পাওয়া যায় না, নির্ধারিত মূল্যের পরিবর্তে বেশি দাম দিয়ে বই কিনতে হয়। প্রকাশিত বইয়ে ভুল থাকে এবং নিম্নমানের কাগজ ও মুদ্রণ লক্ষ্য করা যায়। উত্থাপিত অভিযোগগুলো তদন্ত করে প্রকৃত কারণ উদঘাটনের পর অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়ে ভবিষ্যতে যাতে এই শ্রেণীর ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় তার ব্যবস্থা করা। এনসিটিবি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করতে সক্ষম নয়, এ কথা বলার কোন কারণ নেই এবং তারা সতর্ক হলে প্রকৃত কাগজেই পাঠ্যগ্রন্থ নির্ভুলভাবে প্রকাশে সক্ষম।

এনসিটিবিতে উচ্চতম পদকর্তা থেকে নিম্নতম অফিসার পর্যায়ে একদিকে কারিকুলাম অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ, অন্যদিকে বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ, দক্ষ, পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও প্রকাশে যোগ্য অফিসারদের নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। নির্বাচনের আগে পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও স্কুল— এই তিন পর্যায়ের উপযুক্ত শিক্ষকদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করে পাণ্ডুলিপির মান নির্ধারণ প্রয়োজন। সম্পাদনা পরিষদ গঠনে প্রত্যেকটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ও পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতে সক্ষম শিক্ষক ও সাহিত্যিকদের নিয়োগদানের দিক চিন্তা করা উচিত। প্রেসে দেয়ার আগে বোর্ডের অফিসার ও কর্মচারীরা পাণ্ডুলিপির লে-আউট দেখে মুদ্রণের অনুমতি দেবেন এবং যে কোন ভুলের জন্য তারা দায়ী থাকবেন। পাণ্ডুলিপি নির্দিষ্ট সময়ে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ ও বাজারজাত করার জন্য এক একজন প্রকাশককে দায়িত্ব দিতে হবে শুদ্ধ প্রকাশযোগ্য পাণ্ডুলিপি, মুদ্রণের কাগজ এবং সিকিউরিটি মানি। শর্ত রাখা প্রয়োজন যে, বোর্ড সরবরাহকৃত কাগজে পাণ্ডুলিপি মুদ্রণ, মুদ্রণযোগ্য ছবির প্রকৃত রঙ ব্যবহার করে মুদ্রণের পর বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী মুদ্রিত বই ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিক্রির জন্য পাঠাতে হবে। শর্তের কোন ব্যতিক্রম হলে প্রকাশককে বা মুদ্রণ-সরবরাহকারীকে নির্দিষ্ট অংকে জরিমানা দিতে হবে। কোন ব্যাপারে গ্রন্থ বিক্রেতারা অসহযোগিতা করলে বোর্ড প্রতিটি শহরে দু'মাসের জন্য দোকান ভাড়া নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে বই বিক্রির ব্যবস্থা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায় বোর্ডকে কোন আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হবে না। কারণ নিজেরা বই বিক্রি করলে বিক্রেতাদের কোন কমিশন দিতে হবে না বলে নিজেরা কমিশনের টাকায় দু'মাস বই বিক্রির ব্যবস্থা করতে পারবে।

পাঠ্যগ্রন্থ দেরিতে মুদ্রণের ক্ষেত্রে বোর্ডের কোন গাফিলতি আছে কি না তা পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন আছে। অনেক সময় থেকে বোর্ড পাণ্ডুলিপি দেরিতে মুদ্রণের জন্য দিলে ছাপার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতে পারে। এই দিক লক্ষ্য করে বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যগ্রন্থ পরের বছরে শিক্ষার্থীদের কাছে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য আগের বছরের মাঝামাঝি সময় থেকে মুদ্রণের ব্যবস্থা করা সম্ভব। তাছাড়া, অনেক পুস্তক বিক্রেতা যাতে নিজেদের সুবিধার প্রয়োজনে নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ না করে নিজেদের প্রকাশিত সাজেশন আগে ছাপিয়ে বিক্রি করতে না পারে, এ দিকে বোর্ডের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ শিক্ষার্থীরা হাতে পেলে সাজেশন কেনার ব্যাপারে দ্বিতীয় চিন্তা করতে পারবে।

স্কুল শিক্ষার্থীদের পাঠ্যগ্রন্থ সুলভ ও মুক্তবাজারে ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে বোর্ড চিন্তা করতে পারে। এক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যগ্রন্থ ও সহায়ক গ্রন্থ। অন্য গ্রন্থগুলো প্রকাশকদের মাধ্যমে মুদ্রণ, বাজারজাত ও স্কুলজাত করার ভার দিলে বোর্ডের দায়িত্বভার অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এ ক্ষেত্রে বোর্ড নির্দেশিত পাঠ্যসূচি অনুযায়ী ভালো কাগজে ও বোর্ড নির্দেশিত মূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দায়িত্ব নিতে হবে প্রকাশকদের। দেশের বিভিন্ন স্কুল প্রকাশিত পাঠ্যগ্রন্থের মান যাচাই করে নিজেদের স্কুলে সেগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য বিবেচনা করে গ্রহণ করবে। এ ক্ষেত্রে একটি কালো দিক যে নেই, তা নয়। তবে, স্কুলগুলো নিজেদের ছাত্রছাত্রীর স্বার্থে উপযুক্ত পাঠ্যগ্রন্থ বিবেচনা করলে এই দিকটি পরিহার করা সম্ভব হবে।

এখন সময় এসেছে অসুবিধার সার্বিক দিক বিবেচনা করে এনসিটিবিকে গ্রন্থ প্রকাশনার সব দায়িত্ব নিয়ে ঠিক সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিতে হবে অথবা বিকল্প পথ অনুসরণ করে সমস্যা সমাধানের পথে এগিয়ে আসতে হবে, যাতে ২০১০ সাল থেকে আর কোন সমস্যা দেখা না দিতে পারে।

ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : *সাহিত্যিক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক*